ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২২০ ● কলকাতা ● ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ১০ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

আর্জেন্টিনার রাস্তায় প্রেমিকার সঙ্গে যেভাবে ক্যামেরায় ধরা পড়লেন হৃত্বিক

পৃঃ ৫

পাঁচ মাস পর মাঠে ফিরেই জোড়া গোল করলেন নেইমার

পৃঃ ৬

পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনে

বাম কংগ্রেসের জোটকে সমর্থন করে,পঞ্চায়েত দখল করলেন বাম কংগ্রেস জোট

সানু ইসলাম ; ০৯ আগস্ট : নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনে বাম কংগ্রেসের জোটকে সমর্থন করলেন পদ্ম শিবির।এমনই ঘটনা দেখা গেল মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতে। সিপিএম ও কংগ্রেস জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন থাকা সত্বেও পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনে গেরুয়া শিবিরের জয়ী প্রার্থীরা সমর্থন করলেন সিপিএম ও কংগ্রেসের জোটকে।

এদিন পাশাপাশি উড়ছে হাত ও কাস্তে হাতুড়ি তারার সঙ্গে পদ্ম আঁকা পতাকাও। উল্লাসে মাতোয়ারা কংগ্রেস সিপিএম সঙ্গে বিজেপির কর্মীরা। মতাদর্শগতভাবে বহু যোজন পার্থক্য থাকলেও পঞ্চায়েত স্তরে অন্য কাহিনি। তৃণমূলকে দূরে রাখতে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে সিপিএম ও কংগ্রেসকে সমর্থন জানাল বিজেপি বলে দাবি করলেন বিজেপির নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৯ টি আসনের মধ্যে ৬ টি আসনে কংগ্রেস, ৪ টি আসনে সিপিআইএম ,৩ টি আসনে বিজেপি, ৬ টি আসনে তৃণমূল

এরপর ৩ পাতায়

ভালবাসা দিয়ে জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়েছি',

মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রামের মঞ্চে পুরনো কথা মনে করালেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কথায় কথায় আর অবরোধ হয় না জঙ্গলমহলে। বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে না তল্লাটের বাতাস। নিত্যদিন প্রিয়জন হারানোর আতঙ্ক এখন আর নেই। ২০০৮ সালের ২ নভেম্বর। পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির নেতৃত্বে অবরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল জঙ্গলমহল । আন্দোলনের রাশ যায় মাওবাদীদের হাতে।মনে করিয়েছেন, ইংরেজদের ভারত ছাড়া করেছিলাম স্বাধীনতার জন্য। বিজেপিতে দিল্লির গদি ছাড়া করতে হবে দেশের উন্নয়নের জন্য। উত্তরপ্রদেশ থেকে মধ্যপ্রদেশ, বিজেপি শাসিত রাজ্যে দলিতদের ওপর অত্যাচারের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' আমি ভাষাগুলো বলতে চাই না। আমরা বাথরুমে যেগুলো করি, সেসব করা হচ্ছে। এনকাউন্টারে মারছে। মণিপুর জ্বলছে। জাতিদাঙ্গা লাগিয়ে ওরা ভাবছে দেশটাকে টুকরো টুকরো করে দেবে।'

বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসকে 'জগাই-মাধাই-গদাই' সম্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'অনেকেই চান না জঙ্গলমহলের শান্তি বজায় থাক।' এবিষয়ে এলাকার মানুষকে সজাগ থাকার বার্তাও দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সেকারণেই অশান্ত জঙ্গলমহলের কথা এদিন তিনি মনে করিয়েছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

পালা বদলের বাংলায় ২০১১ সালের ২৪ নভেম্বর জামবনির বুড়িশোলের জঙ্গলে যৌথবাহিনীর এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় মাওবাদী নেতা মাল্লেজুল্লা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেণজির। ধীরে ধীরে শান্তি ফিরেছে বোমা-গুলির আতঙ্কে একসময় অভ্যস্ত হয়ে ওঠা জঙ্গলমহলে। বুধবার জঙ্গলমহলের প্রাণকেন্দ্র ঝাড়গ্রামে দাঁড়িয়ে প্রায় এক যুগ আগের সেই

এরপর ৩ পাতায়

মমতার কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে

রাজেশ মাহাতো', আদিবাসীদের 'সাবধান' করলেন শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে 'বিক্রি' হয়ে গিয়েছেন কুড়মি সমাজের রাজ্য সভাপতি রাজেশ মাহাতো। বুধবার বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে পিংবনীর সভা থেকে এমনই অভিযোগ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি, তিনি কুড়মি সম্প্রদায় এবং জাকাত মাঝি পরগনার সদস্যদের 'সাবধান' করেছেন।অন্য দিকে, শুভেন্দু মমতার সরকারের বিরুদ্ধে লক্ষাধিক ভুয়ো এসসি-এসটি শংসাপত্র তৈরির অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ করেছেন, এই ভাবে সংরক্ষণের আওতায় অনেককে কাজও পাইয়ে দিয়েছে শাসকদল।শুভেন্দুর কথায়, "আপনাদের টুপি পরানোর চেষ্টা করছেন। টুপি পরবেন না।"

বুধবার পিংবনীতে যখন শুভেন্দু সভা করছেন, তখন সেখান থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে আদিবাসী দিবস উপলক্ষে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দুর এই সভা নিয়ে জোর টালবাহানা হয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ওই সভা

এরপর ৩ পাতায়

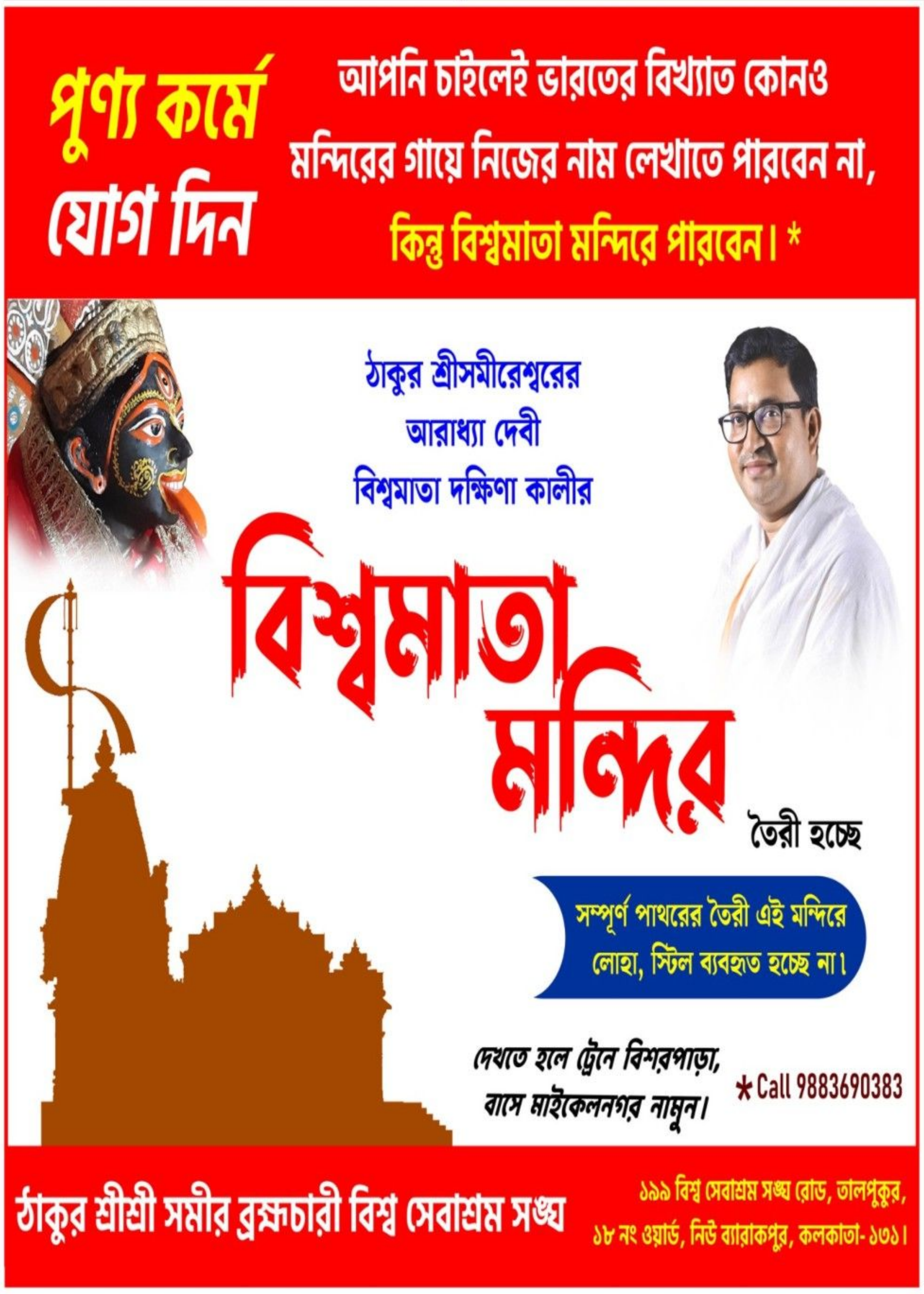

সারাদিন

কবিতা সংকলন

শ্রমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered
২. ISBN allocated
৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ— বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]

**[বিঃ দ্রঃ— আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে

বাসন্তী তে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ জ্বললো একের পর এক বাড়ি

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা হওয়ার দিন থেকে সমগ্র বাংলা জুড়ে যে অশান্তির সূচনা হয়েছিল, তা ভোট গ্রহণ সহ ভোট গণনা পর্ব মেটার পরও ভোট পরবর্তী হিংসায় জর্জরিত হতে হয়েছিল রাজ্যের একের পর এক জেলার একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। আর সেই অশান্তি বুধবার পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের দিনেও অব্যাহত থাকলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে। এ দিন যেমন, বাসন্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান তথা এদিনের বোর্ড গঠনে আবারও প্রধান নির্বাচিত হওয়া পারুল মন্ডলের স্বামী শ্রীরাম মন্ডলের গলায় ছুরি মারার অভিযোগ উঠল কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। সেই ক্ষোভে অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঘটায় ক্ষোভে উন্মত্ত জনতাও।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, এদিন বাসন্তী বাজারের একটি চায়ের দোকানে বসে ছিলেন বাসন্তী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী শ্রীরাম মন্ডল। তখনই হটাৎ করে বাইকে চড়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে আচমকায় শ্রীরাম মন্ডলের গলায় ধারালো ছুরির কোপ দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনা স্থল ছেড়ে তারা পালিয়ে যায়। এরপর স্থানীয় লোকজন শ্রীরাম মন্ডল কে উদ্ধার করে প্রথমে ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখানে তার শারীরিক অবস্থা সংকট জনক হওয়ায় কলকাতাৎ এসএসকেএম এ স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে। আর শ্রীরাম বাবুর এই ঘটনায় ঐ এলাকার স্থানীয় মানুষজন ক্ষোভে এই ঘটনায় অভিযুক্ত দের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর ঘটনা স্থলে ক্যানিংয়ের এসডিপিও দিবাকর দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আর এই ঘটনায় পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি এবিষয়ে কোন কিছু বলতে চাইনি। তবে এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরোধী দল গুলির বক্তব্য, " বাসন্তীর এই ঘটনা তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের ফল "। কিন্তু বিরোধীদের এই দাবি অস্বীকার করেছে বাসন্তীর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা।

বিশ্ব আদিবাসী দিবসে

সবুজের অঙ্গীকার শালবনীর রাধামোহনপুর আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

৯ ই আগস্ট, শালবনী: নিউজ সারাদিন : বিশ্বজুড়ে মাটির মানুষদের তাদের অধিকারের কথা সবাইকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ৯ই আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকে আজ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাধামোহনপুর আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পালিত হল বিশ্ব আদিবাসী দিবস। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তন্ময় সিংহ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের সমাজে অবদানের কথা তুলে ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের "সবুজের অঙ্গীকার" পাঠ করিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই উপলক্ষে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর হাতে দুটি করে চারাগাছ তুলে দিয়ে সবুজের অঙ্গীকার করান অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষা বন্ধু প্রভাত রায় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক অসীম কুমার দোলই, লক্ষ্মীনারায়ণ হেমব্রম, নির্মল মান্ডি ও রূপসী হেমব্রম। শহীদ বীরসা মুন্ডা ও অলচিকি ভাষা সৃষ্টিকর্তা রঘুনাথ মুর্মুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের চিরাচরিত পোশাক পরে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রদ্ধা জানান।

রিলায়েন্স উন্মোচন করল আভার কালেকশন ২০২৩

- এক্সক্লুসিভ ইয়ারিঙের একটি আভার কালেকশনে 16 বছরের কৃতজ্ঞতা উদযাপন
- এর বার্ষিকী উপলক্ষে রিলায়েন্স জুয়েলস অফার করচে সোনা ও হিরের অলংকারের ওপর মেকিং চার্জে 25% পর্যন্ত ছাড় যা চালু থাকবে 31 আগস্ট 2023 পর্যন্ত

New Delhi, August 9, 2023: নিউজ সারাদিন : রিলায়েন্স জুয়েলস, একটি নাম যা অলংকার শিল্পে আস্থা ও উৎকর্ষের সমার্থক, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এর ষোড়শ বার্ষিকী পালন করছে এর বহু প্রতীক্ষিত আভার কালেকশন 2023 প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই বিশেষ বার্ষিকী কালেকশন হল 16 বছরের অসাধারণ সাফল্য ও এর প্যাট্রনদের হৃদয়ে রিলায়েন্স জুয়েলসের জন্য বিশেষ একটি স্থান স্থাপনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এত বছর ধরে রিলায়েন্স জুয়েলস নিজেকে এমন একটি ব্র্যান্ড রূপে প্রতিষ্ঠা করেছে যে অলংকার শিল্পে নতুন বেঞ্চমার্ক স্থাপন করছে এর সূক্ষ্ম ডিজাইন ও অনন্য কারুশিল্প দিয়ে। আভার কালেকশন হয়ে উঠেছে আমাদের প্রিয় গ্রাহকদের জন্য কৃতজ্ঞতার একটি প্রকাশ। সোনা ও হিরের ইয়ারিঙের এই সূক্ষ্ম ডিজাইন 16 বছরে রিলায়েন্স জুয়েলস তার গ্রাহকদের সঙ্গে যে দুর্দান্ত সফল সম্পর্ক বজায় রেখেছে তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই কালেকশনের সূত্রে, রিলায়েন্স জুয়েলস চেষ্টা করছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং এর প্যাট্রনদের বলে, 'ধন্যবাদ আপনাদের'।

প্রতিটি ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে বহু চিন্তাভাবনা করে যা একই সঙ্গে সূক্ষ্ম অথচ শক্তিশালী স্টেটমেন্ট বজায় রাখে, আত্মবিশ্বাস জোগায়, ব্যক্তিত্ব ও অনন্যতা শক্তিশালী করে। আন্ডারস্টেটেড এলিগ্যান্সের জন্য ন্যূনতম লুকস থেকে গ্র্যান্ড অকেশনের জন্য ঝলমলে স্টাইল, আভার কালেকশনের রয়েছে সব স্বাদ পূরণের জন্য বৈচির্ত্যময় স্টাইলিং অপশন। এই কালেকশনে রয়েছে ইয়ারিং ডিজাইনের বহুবিচিত্র পরিধি, সোনা ও হিরে উভয় অলংকারেই। যেমন স্টাডস, সুই ধাগা, জে-বুপস, ড্যাংলার্স এবং ফ্রন্ট ও ব্যাক, যা নিখুঁতভাবে খচিত স্টাইল কোশেন্ট শক্তিশালী করতে এবং সব বয়সি মহিলার জন্য পারফেক্ট স্টাইল স্টেটমেন্ট।

রিলায়েন্স জুয়েলসের সিইও সুনীল নায়েক ষোড়শ বার্ষিকী উদযাপন ও আভার

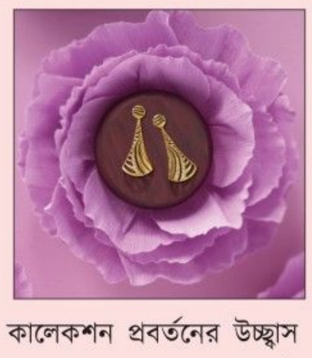

কালেকশন প্রবর্তনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন এভাবে, 'এই শিল্পে আমরা 16 বছর পূর্ণ করলাম, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি হল আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের অনন্ত ভালোবাসা ও আস্থা। ইয়ারিঙের এই এক্সক্লুসিভ আভার কালেকশনের আলাদা তাৎপর্য আছে, কেননা এটি প্রতিফলিত করে আমাদের গ্রাহকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের গভীরতা ও বিস্তৃতি। এই কালেকশনের মধ্য দিয়ে আমাদের লক্ষ্য হল একটি সহজ আন্তরিক বার্তা দেওয়ার 'আপনাকে ধন্যবাদ, 16 বছর ধরে আমাদের রিলায়েন্স জুয়েলারির একটি অংশ হয়ে

থাকার জন্য।'

আভার কালেকশন 2023 ক্যাম্পেন চলবে 31 আগস্ট, 2023 পর্যন্ত। এই বার্ষিকী উদযাপনকে বিশেষ করতে, রিলায়েন্স জুয়েলস সোনা ও হিরের অলংকারের মেকিং চার্জে 25% পর্যন্ত ছাড় অফার করছে এই সময়কালে। কালেকশন লভ্য থাকবে ভারতের সব শোরুম ও শপ-ইন-শপে এবং গ্রাহকরা এইসঙ্গে অনলাইন শপিং করতে পারেন https://m.reliancejewels.com/static/aabhar2023.mobi-এ।

রিলায়েন্স জুয়েলস এই উদযাপনে অংশ নিতে ও আভার কালেকশন 2023-র সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে। আপনার নিকটতম রিলায়েন্স জুয়েলস স্টোরে যান এবং পরখ করুন সূক্ষ্ম কারুশিল্প যা জীবনের সেই স্তরকে প্রতিনিধিত্ব করে যা আমরা উপভোগ করি।

রিলায়েন্স জুয়েলস সম্পর্কে:
রিলায়েন্স জুয়েলস হল রিলায়েন্স রিটেল লিমিটেডের একটি অংশ, এবং 170+ শহর জুড়ে 400+ ফ্ল্যাগশিপ শোরুম ও শপ-ইন-শপ পরিচালনা করে। এই ব্র্যান্ড অফার করে সোনা, হিরে, প্ল্যাটিনাম ও রুপোর জুয়েলারি কালেকশনের দুর্দান্ত ও বিস্তৃত

রেঞ্জ। ডিজাইন ও শিল্পনৈপুণ্যে ফোকাস রেখে রিলায়েন্স জুয়েলসের লক্ষ্য হল গ্রাহকদের কেবলমাত্র এবং অনন্য ডিজাইনার কালেকশন অফার করা যা উদ্বুদ্ধ শিল্পকলা, নৈপুণ্য এবং সমৃদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্যে।

আরও তথ্যের জন্য আমাদের দেখুন http://www.reliancejewels.com-এ।

ফেসবুক: https://www.facebook.com/RelianceJewels/
ইনস্টাগ্রাম: https://www.instagram.com/reliancejewels/
ইউটিউব: দেখুন ও সাবস্ক্রাইব করুন এখানে - https://bit.ly/3CFj3Y5

জাতি হিংসা রুখতে 'ব্যর্থ' মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীকে

আড়াল করতে আসরে শাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিন মাস ধরে জাতি হিংসার আগুন নেভাতে ব্যর্থ মণিপুরের 'অকর্মণ্য' মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের পাশে দাঁড়ালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 'মণিপুরের অশান্তি ক্রমশই নিয়ন্ত্রণে আসছে। শাহের নাতিদীর্ঘ, বিরক্তিকর ভাষণ শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন বিরোধী সাংসদরা। অনেকেই তাই সভাকক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এক বিরোধী সাংসদের কথায়, 'মণিপুরের হিংসা সামলাতে গিয়ে ল্যাজেগোবরে হচ্ছেন অমিত শাহ। নিজের ব্যর্থতা আড়াল করতেই বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক ইস্যু তুলে সময় নষ্ট করেছেন তিনি।'

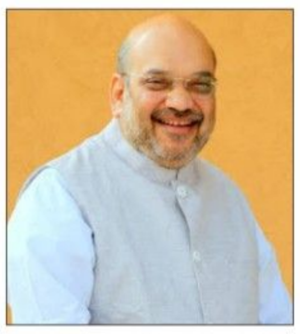

মুখ্যমন্ত্রীও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। যদি মুখ্যমন্ত্রী সহযোগিতা না করতেন, তা হলে বদলের প্রশ্ন আসত।' মুখ্যমন্ত্রীকে আড়াল করার পাশাপাশি দুই কুকি যুবতীকে নগ্ন করে ঘোরানোর ভাইরাল ভিডিয়ো প্রকাশের সময় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শাহ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মণিপুরে হিংসা বন্ধে যতটা ব্যর্থ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং, ততটাই ব্যর্থ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নিজের মুখ বাঁচাতেই মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতাকে আড়াল করেছেন শাহ।

মণিপুর নিয়ে অনাস্থা প্রস্তাবের উপরে আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বার বার অপ্রাসঙ্গিক বিষয় টেনে কংগ্রেসকে বিঁধেছেন শাহ। কখনও গরিবি হঠাও নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কখনও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা চালু করা ভুল ছিল বলে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর সমালোচনা করেছেন। কখনও বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোটকে কটাক্ষ করেছেন, কখনও মধ্যপ্রদেশের কলাবতীর প্রসঙ্গ তুলে রাহুলকে খোঁচা দিয়েছেন। মণিপুরে অশান্তি ছড়ানোর পিছনে রাহুল গান্ধির কাঁধেও পরোক্ষে দায় চাপিয়েছেন।

পিপিএল ইন্ডিয়া-র আইনি অবস্থান

সমর্থন করল দিল্লি উচ্চ আদালত

মুম্বাই ৯ আগস্ট ২০২৩: নিউজ সারাদিন : দিল্লি উচ্চ আদালত দৃঢ় অবস্থান নিল পিপিএল ইন্ডিয়া-র পক্ষে, যারা সাউন্ড রেকর্ডিঙের জন্য অন-গ্রাউন্ড পাবলিক পারফরম্যান্সের আইনি মালিক। দিল্লি ভিত্তিক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা ক্যানভাস কমিউনিকেশনের বিরুদ্ধে একটি মামলায় এই অবস্থান গ্রহণ করেছে দিল্লি উচ্চ আদালত। ক্যানভাস কমিউনিকেশন চেষ্টা করেছিল পিপিএল ইন্ডিয়া থেকে বৈধ লাইসেন্স গ্রহণ এড়িয়ে যেতে, যার ভিত্তি ছিল সিনেফিল প্রডিউসার্স পারফরম্যান্স লিমিটেড (কপিরাইট সোসাইটি রেজিস্ট্রিকৃত একমাত্র সিনেমাটোগ্রাফ ফিল্মের জন্য) ও ডিজে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রশ্নযোগ্য পরামর্শ, শেষোক্ত বেসরকারি সংস্থা চণ্ডীগড়ের।

এর আগে পিপিএল-এর আইনি মর্যাদা প্রসঙ্গে বিরোধিতা করেছিল ক্যানভাস কমিউনিকেশন, যুক্তি দিয়েছিল যে এটি কোনো রেজিস্টার্ড কপিরাইট সোসাইটি নয় এবং তাই সাউন্ড রেকর্ডিঙের পাবলিক পারফরম্যান্সের জন্য এর লাইসেন্স পাওয়ার অধিকার নেই। যদিও, দিল্লি উচ্চ আদালত, তার ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের নির্দেশ নির্দিষ্ট করে পুনর্নিশ্চিত করেছে যে পিপিএল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ সাউন্ড রেকর্ডিঙের জন্য লাইসেন্স ইস্যু করবে, কপিরাইট আইনের ৩৩ ধারার অধীনে কোনো বিধিনিষেধ খাটবে না এবং লাইসেন্স ছাড়া পিপিএল ইন্ডিয়া-র সাউন্ড রেকর্ডিং ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে ক্যানভাস কমিউনিকেশনের জন্য। মাননীয় আদালত এইসঙ্গে স্পষ্ট করেছে যে ওসাউন্ড রেকর্ডিঙে একটি স্বাধীন কপিরাইট আছে, যা সিনেমাটোগ্রাফিক কপিরাইট কাজ বা অন্যান্য কাজ যাতে সাউন্ড রেকর্ডিং অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার থেকে স্বতন্ত্র।

আদালতের সর্বজনমান্য নির্দেশ সত্ত্বেও, ক্যানভাস কমিউনিকেশন নিজের পক্ষে দৃঢ় থেকেছে এবং ২৬ জুলাই ২০২৩ একটি ইমেল পাঠিয়েছিল, ফের একবার লাইসেন্স ইস্যু করার ব্যাপারে পিপিএল ইন্ডিয়ার অধিকার প্রসঙ্গে যার ভিত্তি ছিল সিনেফিল ও ডিজে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড অ্যাসোসিয়েশনের বিভ্রান্তিকর পরামর্শ। সাধারণ জনগণের প্রতি আবেদন করেছিল, পিপিএল ইন্ডিয়া থেকে লাইসেন্স গ্রহণ না-করতে। ক্যানভাস কমিউনিকেশন আরও চেষ্টা করেছিল যুক্তি দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে যে সিনেফিলের লাইসেন্স, যদিও একমাত্র সিনেমাটোগ্রাফ ফিল্মস, সেটাই স্বাধীন ও স্ট্যান্ড অ্যালোন ব্যবহার কভার করে সাউন্ড রেকর্ডিংস যা নিয়ন্ত্রিত পিপিএল ইন্ডিয়া দ্বারা কপিরাইট আইনের সিনেমাটোগ্রাফ ফিল্মের সংজ্ঞা অনুযায়ী।

অনুগ্রহ করে স্মর্তব্য : দিল্লি উচ্চ আদালত ৩১ জুলাই ২০২৩ তারিখে তার আদেশে ক্যানভাস কমিউনিকেশনকে ভর্ৎসনা করে বলেছে, 'আদালত এই তথ্যে বিরক্ত যে এই আদালতের কোনো স্পষ্টকীরণ না-চেয়ে অথবা আদালতের কাছে না এসে, বিবাদী তার ইমেলে, তারিখ ২৬ জুলাই ২০২৩, প্লেইনটিফকে লিখেছে, ফের একবার প্লেনটিফের লাইসেন্স ইস্যু করার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে একই যুক্তিতে, যে আর্জি এই আদালতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ জানানো হয়েছিল, এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে, গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি। তার ভিত্তিতে বিবাদী আরও একবার প্লেনটিফকে লিখেছে এটা জানিয়ে যে বাদী তার থেকে নয়, বরং লাইসেন্স নেবে সিনেফিল প্রডিউসার পারফরম্যান্স লিমিটেড থেকে এবং রেকর্ডিং চালাবে ৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে। এটা এমন, বিবাদী এই আদালতের ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের নির্দেশ এড়িয়ে যাওয়ার অভিনয় করছে এমন একটি যুক্তির পর যা এই আদালতের কাছে উক্ত তারিখে পেশ করা হয়েছিল এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে যা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

এই আদেশ সাধারণ মানুষকে অতি প্রয়োজনীয় স্বস্তি প্রদান করে যা দুর্ভাগ্যবশত কায়েমি স্বার্থ দ্বারা আইনের ভুল ব্যাখ্যার ফলে বজায় ছিল এবং কপিরাইট আইন উলঙ্ঘন করেছিল, যা ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় ক্ষেত্রেই অপরাধ।

চাঁচলে নতুন মহকুমা শাসকের করণ ভবন উদ্বোধন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাধারণ মানুষ সহ প্রশাসনিক কাজ কর্মের সুবিধার্থে সাড়ে দশ কোটি টাকা ব্যয়ে বুধবার দিন দুপুরে মালদা জেলার চাঁচলে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতে কেটে নতুন মহকুমা শাসকের করণ ভবনের উদ্বোধন করা হলো। এদিন উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল বিধানসভার বিধায়ক নীহার রঞ্জন ঘোষ, চাঁচলের মহকুমা শাসক কল্লোল রায়, চাঁচল-১ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সমীরণ ভট্টাচার্য্য ও মালদা জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন ও বিদায়ী সদস্য মোহাম্মদ সামিউল ইসলাম সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন মহকুমা শাসক কল্লোল রায় বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে সাড়ে দশ কোটি টাকা ব্যয়ে এই নতুন ভবনটি নির্মাণ করা হল। আপাদত আটটি দফতর একই ছাদের তলায় থাকবে। তবে আগামী দিনে মোট ১৩ থেকে ১৫ টি দফতর একই ছাদের তলায় চলে আসবে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

ভালবাসা দিয়ে জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়েছি', মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রামের মঞ্চে পুরনো কথা মনে করালেন

আতঙ্কের কথায় স্মরণ করালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বললেন, 'একসময় এখানে লাশ পড়ত! ভালবাসা দিয়ে জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়েছি!'কীভাবে শান্তি ফিরিয়েছেন তাঁর ব্যাখ্যাও এদিন সামনে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলের জমানায় জঙ্গলমহলের উন্নয়নের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগে ঝাড়গ্রামে আসতাম, রাস্তায় গর্তের পর গর্ত। আর এখন দেখুন ঝকঝকে রাস্তা। ঝাড়গ্রাম থেকে বাঁকুড়ার ঝিলিমিলি, কত সহজে পৌঁছে যাওয়া যায়।

আজ বুধবার বিশ্ব জনজাতি দিবস ।জঙ্গলমহলে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে জনজাতি উতসব। সেই উপলক্ষে মঙ্গলবার বিকেলেই ঝাড়গ্রামে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত ভোটের পর মুখ্যমন্ত্রীর এই জঙ্গলমহল সফর ঘিরে কৌতূহল ছিল রাজনৈতিক মহলের।সেখানেই জনজাতির মহিলাদের মতো করে শাড়ি পরে ধামসা মাদলের তালে তাঁদের সঙ্গে পা মেলান মুখ্যমন্ত্রী।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফের কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ এনে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান বলেন, 'দেশে এমন একটা সরকার চলছে যারা ১০০ দিনের প্রকল্পে রাজ্যের বকেয়া ৭ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে না। কাজও বন্ধ করে দিয়েছে। যাতে এখানকার গরিব মানুষেরা ভাতে মারা যায়। কিন্তু বিজেপি জানে না এখানে গরিব লোকেদের আমরা বিনামূল্যে চাল থেকে পাঠ্যবই, সবই দিয়ে থাকি।'

১-ম পাতার পর

মমতার কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে রাজেশ মাহাতো', আদিবাসীদের 'সাবধান' করলেন শুভেন্দু

করছেন শুভেন্দু। এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন বিরোধী দলনেতা। কটাক্ষ করে বলেন, "উনি শুধু একা সভা করবেন। পশ্চিমবঙ্গ যেন ওঁর একার।" তিনি দাবি করেন, মমতাকে জঙ্গলমহলের রাস্তা তিনিই চিনিয়েছিলেন। সেটা ২০০৯ সালের ৯ অগস্ট। লালগড় রামকৃষ্ণ স্কুলের মাঠের সভায়। এর পর সরাসরি কুড়মি নেতা রাজেশকে কটাক্ষ করেন শুভেনদু। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলা চালানো এবং মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদার গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় যে কুড়মি নেতাকর্মীরা গ্রেফতার হন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজেশ। আপাতত তিনি জামিনে মুক্ত।মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম সফরে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এক সঙ্গে ছবিও তোলেন। এ নিয়ে শুভেন্দুর মন্তব্য, "আগে রাজেশকে 'ক্রিমিনাল' (অপরাধী) বলেছিলেন উনি। এখন সেই রাজেশের সঙ্গে.! আর রাজেশকেও বলিহারি। গিয়ে মমতার পায়ে পড়েছেন। তবে রাজেশ বিক্রি হতে পারে, কুড়মিরা বিক্রি হওয়ার লোক নয়। জনজাতির লোকজন বিক্রি হওয়ার নয়।" পরে আবারও শুভেন্দু বলেন, "রাজেশ মাহাতোকে কিনে নিয়েছেন।"

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত নিয়ে রাজেশ বলেছিলেন, তাঁদের বেশ কিছু বিষয়ে কথা হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বেশ কয়েকটি বুথে নির্দল প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়েছেন কুড়মি সমাজের প্রতিনিধিরা। তাঁরা কি তৃণমূলকে সমর্থন করছেন? এ নিয়ে রাজেশ বলেন, "কোনও রাজনৈতিক দলকে কুড়মি নির্দল প্রার্থীরা সহযোগিতা করবেন না। রাজনৈতিক দলগুলির উদারতা থাকলে তারা কুড়মি প্রার্থীদের সমর্থন করুক।"শুভেন্দুর এই 'অভিযোগ' নিয়ে রাজেশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বিরোধী দলনেতার কথাবার্তা নিজে শুনে তবেই মন্তব্য করবেন তিনি। পরে রাজেশ বলেন, "মাইনলে (মানলে) শিব, নাহিলে (না হলে) পাথর...।শিরদাঁড়া বিক্রি নাই।"

১-ম পাতার পর

পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনে বাম কংগ্রেসের জোটকে সমর্থন করে, পঞ্চায়েত দখল করলেন বাম কংগ্রেস জোট

কংগ্রেস জয়লাভ করেন ।আজ বোর্ড গঠনে ১৩- ৬ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসের প্রধান হলো বিদায়ী প্রধান বিমান বিহারী বসাকের মেয়ে বর্ষা বসাক এবং সিপিআইএম উপপ্রধান হলো আবু জহর। জাতীয় স্তরে মোদি সরকারকে উৎখাত করা উদ্দেশে, একজোট হয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল ও সিপিএম। কিন্তু, রাজ্য স্তরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে বিজেপি-কংগ্রেস ও সিপিএম। পঞ্চায়েত স্তরে যে অনেক সমীকরণ বদলে যায়, তার উদাহরণ হয়ে থাকল মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েত।

ঝাড়গ্রাম থেকেই তিন ভাষার ফর্মুলার কথা জানালেন মমতা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : এটা নতুন কোনও ঘটনা নয়। তিনি যখনই সময় আর সুযোগ পান তখনই নাচের তালে পা মেলান। বাজান ধামসা মাদল। এমনকি আদিবাসীদের পোষাক পরে আদিবাসী মহিলাদের মাঝে নিজেকে মেলেও ধরেন। হয়ে ওঠেন তাঁদের একজন। ঘরের মেয়ে। বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে জঙ্গলমহলের বুকে ঝাড়গ্রামের মাটিতে সেই চেনা ছন্দেই ধরা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিবড় নিন্দুকেও মানেন যে জনসংযোগে রাজ্য রাজনীতিতে বাংলার অগ্নিকন্যার থেকে কেউ এগিয়ে যেতে পারবেন না। এমনই তাঁর অমোঘ টান। আর সেই অমোঘ টান তৈরি হয় এভাবেই। জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে বা জনতার একজন হয়ে গিয়েছে। তা সে জনতার জন্য চা তৈরি করেই হোক কী মোমো তৈরি করেই হোক, নাচের তালে পা মেলানোই হোক কী গানের সুরে গলা মেলানোই হোক। এদিন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে যেমন নাচের তালে পা মেলাতে দেখা গেল তেমনি দেখা গেল ধামসা মাদল বাজাতেও। আবার পড়ুয়াদের সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতের সময়েও গান গেয়েছেন তিনি।এদিন বিশ্ব আদিবাসী অনুষ্ঠানের শুরুর সময়েই রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা আদিবাসী কায়দায় শাড়ি পরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রীকে। এরপরই আদিবাসী মহিলাদের হাতে হাত রেখে তাঁদের তালে পা মেলান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাচের ফাঁকেই আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এরপর মঞ্চে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী। পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ঢামসা-মাদল তুলে দেওয়া হয় বেশ কয়েকজনের হাতে। ধামসাও বাজান তিনি। আদিবাসী মহিলাদের মতো করে শাড়ি পরে পা মেলান ছন্দে। মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবে কাছে পেয়ে আপ্লুত আদিবাসীরা। এই প্রথম নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী ছন্দেও পা মিলিয়েছেন বহুবার। এবার আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে জঙ্গলমহলেই রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই তাই আদিবাসী ছন্দে মেতেছেন তিনি।চলতি সপ্তাহের সোমবার নবান্নে বসেছিল রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। সেখানেই রাজ্যে থাকা বেসরকারি স্কুলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেমন শিক্ষা কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তেমনি সব ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে বাংলা পড়ানোর ওপর নির্দেশ দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। কিন্তু তা নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামহলে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠেছিল। সেই সব প্রশ্নের এদিন উত্তর দিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি ঝাড়গ্রামে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেই মঞ্চ থেকেই তিনি স্কুলে স্কুলে বাংলা পড়ানোর বিষয়টি নিয়ে যা বলার তা বলে দেন। কার্যত তুলে ধরেন রাজ্য সরকারের গৃহীত শিক্ষানীতির অন্যতম স্তম্ভটি। আর তা হলতিন ভাষার ফর্মুলা।এদিন মুখ্যমন্ত্রী ওই অনুষ্ঠান থেকে বলেন, 'কেউ কেউ ভাষা নিয়ে উল্টোপাল্টা বলছে। আমরা সেটা বলিনি। এটা নয় যে কারও ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্যাবিনেটে আমরা তিন ভাষা বা থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করেছি। যাঁরা বাংলা মিডিয়ামে পড়ে তাঁদের প্রথম ভাষা বাংলা। আর দুটো তাঁরা যে কোনও ভাষা নিতে পারে। প্রথম ভাষা হতে পারে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা। বাকি দু'টোর ক্ষেত্রে পড়ুয়ারা নিজের ইচ্ছেমতো ভাষা বাছাই করে নিতে পারবে। কারও ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। বাংলায় বেশিরভাগ বাংলা মিডিয়াম স্কুল। ধরুন কেউ বাংলা মিডিয়ামে পড়ে। তার তো প্রথম ভাষা বাংলা। বাকি দুটো ভাষা যা ইচ্ছে নিতে পারে। কোনও অসুবিধা নেই। এগুলো অপশনাল। যদি কেউ অলচিকি মিডিয়ামে পড়ে, তাহলে অলচিকি তাদের প্রথম ভাষা। বাকি দুটো যা ইচ্ছে নিতে পারে। দার্জিলিংয়ে নেপালি ভাষায় পড়বে। বাকি দুটো যা ইচ্ছে নিতে পারবে। থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলায় প্রথম ভাষা নিজের মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষা যা ইচ্ছে হতে পারে। এটা নিয়ে ভুল তথ্য প্রচার করবেন না।' এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যারা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অলচিকি মাধ্যমে পড়ে অলচিকি তাদের প্রথম ভাষা। পরে আরও দুটো ভাষা নেওয়ার সুযোগ থাকবে। তেমন ভাবে যার প্রথম ভাষা রাজবংশী, নেপালি, তারাও একইভাবে পড়তে পারবে। বাংলায় আমরা বাস করি। তার মানে এটা নয় যে কারোর ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধু মনে রাখতে হবে তিন ভাষার ফর্মুলায় মাতৃভাষা থাকবে এক নম্বরে। বাকি দুটো বিষয় ছাত্ররা বেছে নেবে। অযথা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে। সাঁওতালি, নেপালি, রাজবংশী, বাংলার মতো যে কোনও ভাষা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বেছে নিতে হবে। বাকি দুটি ভাষা থাকবে ঐচ্ছিক। সাঁওতালি ভাষার জন্য রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দফতরে ডেডিকেটেড ব্রাঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। ঝাড়গ্রামের ব্লকে ব্লকে একটি করে সাঁওতালি মাধ্যম স্কুল তৈরি করা হবে, সেখানে হস্টেলের সুবিধাও থাকবে। একইসঙ্গে সেখানে ইংরেজিও পড়ানো হবে। সরকারি অনুমোদিত বি.এড কলেজও এখানে শুরু করা হবে।'

'ভারত ছাড়ো' ডাক এই অমৃতকালে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, বললেন উপরাষ্ট্রপতি

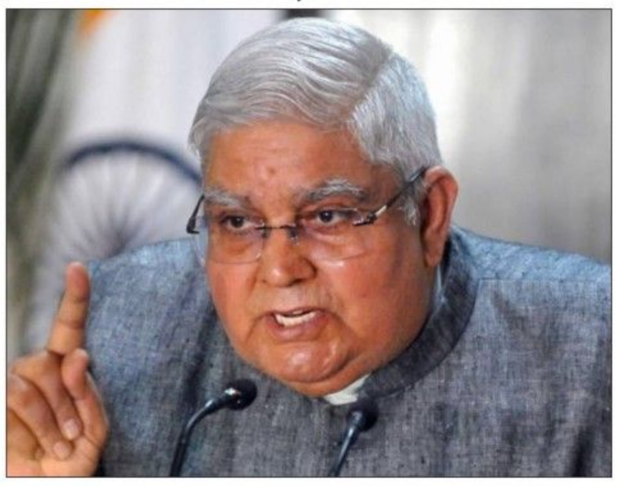

নতুন দিল্লি, ৯ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ৮১ তম বার্ষিকীতে উপরাষ্ট্রপতি ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান শ্রী জগদীপ ধনখড় আজ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। রাজ্যসভায় তাঁর বিবৃতিতে তিনি দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি বজায় রাখার এবং দেশের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করার আহ্বান জানান। এই উপলক্ষ্য সাংসদদের আত্মসমীক্ষার এবং নিজেদের নৈতিক অবদানের প্রতিচ্ছবি দেখার সুযোগ করে দেয় বলে উপরাষ্ট্রপতি মন্তব্য করেন। দেশের সেবায়, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণে এবং জাতিসত্তার নিরিখে ভারতের জন্য এক গর্বের স্থান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিজেদের উৎসর্গ করতে সাংসদদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, 'ভারত ছাড়ো'-র ডাক অমৃতকালে আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। মানুষ যদি কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে একযোগে কাজ করে, তাহলে এই আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হবে। মহাত্মা গান্ধীর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' শ্লোগানের উল্লেখ করে শ্রী ধনখড় বলেন, এই মন্ত্র জাতির মধ্যে এমন এক শক্তির সঞ্চার করেছিল যা আমাদের জাতিকে ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল থেকে বের করে এনে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। শ্রী ধনখড় তাঁর বিবৃতিতে দারিদ্র দুরীকরণ, সাক্ষরতার প্রসার, বৈষম্য নির্মূল ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর যেসব প্রয়াস চালানো হয়েছে, সেগুলির প্রশংসা করেন। আমরা যখন ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তির দিকে এগিয়ে চলেছি, তখন এইসব ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি আমাদের গর্বের কারণ বলে তিনি মন্তব্য করেন। স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্যসভার সদস্যরা নীরবতা পালন করেন।

অরুণাচল রঙ মহোৎসব হল অরুণাচল প্রদেশের সমৃদ্ধশালী বৈচিত্রময় সংস্কৃতির উদযাপন এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত-এর নীতির সঙ্গে সামঞ্জ্যপূর্ণ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ০৯ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা এবং গুয়াহাটি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অরুণাচল রঙ মহোৎসব উদযাপিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন। অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রেমা খান্ডুর ট্যুইট সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ট্যুইটে বলেছেন :

"অরুণাচল রঙ মহোৎসব হল নিছক অনুষ্ঠানের চেয়েও বেশি কিছু। এটি অরুণাচল প্রদেশের সমৃদ্ধশালী বৈচিত্রময় সংস্কৃতির উদযাপন। এটি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত-এর নীতির সঙ্গে সামঞ্জ্যপূর্ণ। দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা এবং গুয়াহাটি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে দেখে ভালো লাগছে।"

সেজে ১০ বছর ধরে বাবার পেনশন তুললেন কন্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সেজে বছরের পর বছর ধরে পেনশন তুলে গেলেন কন্যা। তাঁর পেনশনের টাকা পাওয়ার কথা নয়। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী-ই পেনশনের যোগ্য দাবিদার। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে আগেই। ফলে পেনশন আদায় করার জন্য নিজের মায়ের পরিচয় দিয়েছেন অভিযুক্ত মহিলা। ১০ বছরে পেনশন বাবদ আদায় করে নিয়েছেন ১২ লক্ষ টাকা।১০ বছর ধরে পেনশন বাবদ মোট ১২ লক্ষ টাকা তুলেছেন অভিযুক্ত মহিলা। সম্প্রতি, তাঁর এই কীর্তি ফাঁস হয়ে গিয়েছে। পুলিশ একটি মামলা রুজু করে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে।অভিযুক্তকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁকে জেল হেফাজতে রাখা হয়েছে।অবশেষে তরুণীর কীর্তি ফাঁস হয়েছে। তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের এটা জেলার।অভিযুক্ত মহিলার নাম মোহিসনা পারভেজ। আলিগড়ের বাসিন্দা বিজারাট উল্লা খানের কন্যা তিনি। সরকারি চাকরি থেকে ওই ব্যক্তি ১৯৮৭ সালের ৩০ নভেম্বর অবসর নিয়েছিলেন। ২০১৩ সালের ২ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্ত্রী সাভিয়া বেগমের মৃত্যু হয়েছিল আরও আগে।

দম্পতির কন্যা মোহিসনা বাবার মৃত্যুর পর নথি জাল করেন। বাবার স্ত্রী হিসাবে মায়ের নথিতে নিজের ছবি বসান। তার পর সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে নিয়মিত পেনশন গ্রহণ করেন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২২০ সংখ্যা ১০ আগস্ট, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বিএডএর ফোর সেমিস্টার পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে হতাশ অনেক ছাত্রছাত্রীরা

১১ই আগস্ট শুক্রবার থেকে বিএড এর ফোর সেমিস্টারের রাজ্যজুড়ে ফাইনাল পরীক্ষা। চলবে ১৪ ই আগস্ট সোমবার পর্যন্ত। তবে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার কেন্দ্র নিয়ে হতাশায় ভুগছে। ছাত্র এবং ছাত্রীদের অভিযোগ যেভাবে এ বছরে প্রত্যন্ত গ্রামে বিএড কলেজগুলোতে পরীক্ষার সেন্টার পড়েছে তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের যাওয়া আসা উপযুক্ত নয় এমনও বহু কলেজ রয়েছে। একেবারে গ্রামের বিএড কলেজ গুলো যেসব এলাকায়, সেখানে যানবাহন তেমন ভাবে চলে না ,পরীক্ষার শেষে ছাত্রছাত্রীরা ফিরে আসবেন কিভাবে সেই ভাবে উপযুক্ত যানবাহন ও বিশেষ কিছু এলাকাতে নেই কলেজ এরিয়ায়। ভারতবর্ষের দূর-দূরান্ত থেকে অনেক ছাত্রছাত্রীরা এসব কলেজেই বিএড করে তাদের ক্ষেত্রে থাকার উপযুক্ত পরিবেশও অনেকেই পাচ্ছে না। ছাত্র-ছাত্রীদের এই অভিযোগ যেসব কলেজগুলোর শহর এলাকায় এবং উপযুক্ত সবকিছু ব্যবস্থা রয়েছে, সেইসব কলেজগুলো পরীক্ষা সেন্টার করতে পারত। তা না করে একবার রিমোট এরিয়াতে পরীক্ষার সেন্টার ফেলে অনেকে হতাশ হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় উপরে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে। নাম বলতে অনিচ্ছুক এক কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেন আগে তো ভালো ভালো কলেজ গুলোই সেন্টার পড়তো, ছাত্র-ছাত্রীরা কোনভাবে অসুবিধায় পড়তেন না। এখনো পরিস্থিতি হয়েছে এ বছরে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরবে কিভাবে সেই রকম উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, তাহলে পরীক্ষার শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায় যাবে কিবা করবে সে নিয়ে তো অনেকেই হতাশ। বিএড এর একসঙ্গে দুটো করে বিষয়ের উপরে পরীক্ষা হবে। সকাল এগারো টা থেকে প্রায় ছয়টা পর্যন্ত, এমনও কলেজ আছে তার আশেপাশে তেমনি খাবার দোকান নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের না খেয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। এক দিন পরীক্ষা হলে হতো প্রায় চার দিনের মতন পরীক্ষা কিভাবে যে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয় কি না দেখে এইরকম ব্যবস্থা করেছে এই নিয়ে ক্ষোভ ফেটে পড়তেই পারে, ছাত্র-ছাত্রীরা তেমনি ছাত্রছাত্রীরা হতাশ এবং ক্ষোভ উগরে দিতে পারে যে কোন মুহূর্তে। বিশ্ববিদ্যালয় না দেখে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা সেন্টার নির্বাচন করেই অনেকেই যেন বিপদগ্রস্ত এর অবস্থায় রয়েছে। তবে আমরা দেখলাম এমনও ভালো কলেজ রয়েছে যেখানে সমস্ত কিছু পরিকাঠামো ঠিকঠাক রয়েছে, কলেজের আশেপাশে খাও থাকার ব্যবস্থা রয়েছো এই এলাকায় উপযুক্ত জান চলাচল হচ্ছে তেমনি কলেজে অনেক সেন্টারে পড়েছে। আগে যে সব কলেজে দীর্ঘদিন সেন্টার পড়তো ,সেই সব কলেজে সেন্টার না পড়েও ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক পরিষেবা পাবে কিনা এ নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই হতাশ। সব মিলিয়ে আমরা যা বুঝেছি ভালো এবং মন্দ মিলিয়ে ফোর সেমিস্টারের ফাইনাল বিএড পরীক্ষা জাকজমকভাবে শুরু হবে। অনেক নতুন কলেজ পরীক্ষার সেন্টার হওয়ার ফলে ,তাদের অনেক কিছুই ভুল ত্রুটির সাথেই পরীক্ষা বিষয়ে সজাগ এবং সহানুভূতি দেখাবে এই কলেজগুলো আশা করছি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় চায় বাংলার ছাত্র ছাত্রীরা এগিয়ে থাকুক এবং সুস্থ সবল ভাবে পরীক্ষা দিক ।হয়তো এমন কিছু কলেজ পড়ে গিয়েছে যেগুলো ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একটু অসুবিধা হলেও ,অনেক ভালো কলেজের সেন্টারে ই রয়েছে তেমনি আমরা জানতে পারলাম। সব মিলিয়ে এবারের ছাত্রছাত্রীরা বিএড এর পরীক্ষায় ভালো ফল করবে এমনই আশা আমাদের তরফ থেকে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামী

অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শ্রী মোদী বলেছেন, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করতে গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাঁর একটি ভিডিও বার্তা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

এক ট্যুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, সেইসব মহান ব্যক্তিত্বদের শ্রদ্ধা জানাই। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করতে গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আজ ভারত অভিন্ন কণ্ঠে বলছে : দুর্নীতি ভারত ছাড়ো।

পরিবারতন্ত্র ভারত ছাড়ো।

তোষণের সংস্কৃতি ভারত ছাড়ো।"

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মহাদেবের বিভিন্ন নাম রয়েছে এই বিশেষ নামগুলির স্থানভেদে বিভিন্ন মাহাত্ম্য রয়েছে,এই নামগুলি জপ করার ফলে অনেক সাফল্য যেমন আসবে তেমন বেকারত্বও কাটবে এবং তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রতিটি কণার মধ্যে ঈশ্বর আজও বিরাজমান

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

যখন রাম মন্দির নিয়ে প্রচন্ড বিতর্ক চলছে আমি তখন আমি খুব ছোট ছিলাম শুরু করেছি ঠিক সেই সময়ে,রাম মন্দির সম্পর্কে জানার আমার মনের ইচ্ছা জেগে উঠলো আর সেই সময় আমি পৌছালাম অযোধ্যা ।আমার জায়ার আগে থেকেই হিন্দু দেবতা রামের জন্মস্থানকে ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধে ১৯৯২ সাল থেকে, যখন এক দল হিন্দু জনতা বাবরি মসজিদ নামে ষোড়শ শতকের একটি মুসলিম ধর্মস্থান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। মসজিদ-বিরোধীরা বরাবরই দাবি করে এসেছে যে, হানাদাররা একটি মন্দির ধ্বংস করে তার ধংসস্তূপের উপর এই মসজিদটি খাড়া করেছিল। ১৯৯২ সালে এই মসজিদটির ধ্বংসসাধন দেশ জুড়ে ব্যাপক দাঙ্গা সৃষ্টি করে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুনে অন্তত ২০০০ মানুষ নিহত হন । সেই থেকেই হিন্দুদের তরফে মসজিদের ধ্বংসস্তূপের উপরেই রামজন্মভূমি মন্দির বানানোর দাবি উঠতে থাকে আর মুসলিমরা বাবরি মসজিদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দাবি জানায় ।তবে এই জমিটি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এবং উত্তেজনা আরও অনেক আগে থেকেই ছিল, বস্তুত কয়েক শতাব্দী ধরেই ছিল। আধুনিক যুগের ইতিহাসে বিতর্কিত জমিটি ঘিরে সাম্প্রদায়িক গোলমালের প্রথম লিখিত বিবরণ ১৮৫৩ সালের, যখন অবধ-এর শাসক ছিলেন শাহ ।তবে আমি রাম মন্দির দেকে নিজেকে যতোটুকু দেখে উপলব্ধি করতে পেরেছি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আজ আমার লেখায় প্রকাশ পাবে।

হিন্দু তীর্থস্থান বানারস থেকে ১৯০ কি.মি. দূরে অযোধ্যা। লক্ষ্ণৌর দূরত্ব ১৩৫ কি.মি। বানারস থেকে বাসে অযোধ্যা পৌঁছতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা। কলকাতার হাওড়া থেকে রাতের দুন এক্সপ্রেস সকালে পৌঁছে বানারসে। সেই ট্রেনই অযোধ্যা পৌঁছে দেয়। অযোধ্যায় যদি কেউ রাত কাটাতে চান তাহলে উত্তর প্রদেশ পর্যটন বিভাগের বাংলোতে ওঠাই ভালো। এটি অযোধ্যা স্টেশন রোডে অবস্থিত। অযোধ্যা শহরে কখনও একা যাওয়া ঠিক নয়, এক সঙ্গে দু'জন কিংবা আরও বেশি যাওয়াই নিরাপদ। একা পেয়ে সন্ন্যাসী ও সাধুরা কখন যে কোন বিপদে ফেলে দেবে তা বলা মুশকিল। আমি দুই হাজার আট কি নয় সালে পৌছালাম ফৈজাবাদ, সাংবাদিকতাতেই আমি সেই সময় নবীন। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম। ফৈজাবাদ থেকে অযোধ্যার দূরত্ব মাত্র ৮ কিলোমিটার।পরদিন সকালেই ছুটলাম অযোধ্যা দেখতে। সাধারণ মানুষের কথায় জানলাম, ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম এই অযোধ্যা নগরীতেই।এই নগর নির্মাণ করেছিলেন দেবতারা। সূর্য বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের রাজধানী ছিল অযোধ্যা। মিনিবাস চালক আমাকে নিয়ে এলেন রেল স্টেশনের কাছে। নির্জন স্টেশন। গৃহস্থ মানুষ চোখে পড়েনি একজনও, শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদেরই স্টেশনের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম।স্টেশনের কাছেই প্রাচীন একটি মন্দির। বেশকিছু হনুমানও দেখলাম। একজন এসে বললো, জিনিসপত্র খুব সাবধানে রাখবেন, হনুমান ও বানরের উৎপাত রয়েছে। স্টেশন থেকে অযোধ্যা শহরে যাবার জন্য রয়েছে অটোরিকশা ও টাঙা। হেঁটেও যাওয়া যায়। এই অযোধ্যায় স্টেশনের কাছেই নির্জন পরিবেশে থাকার জন্য রয়েছে উত্তর প্রদেশ পর্যটনের পর্যটন আবাসন এবং স্টেশনে রিটায়ারিং রুম। খাবারের জন্য প্রচুর হোটেল থাকলেও এ শহরে মাছ-মাংস একদম চলে না। পেঁয়াজ ছাড়া সবজি রান্না হয়।শহরে সাধারণ বাড়ির সংখ্যা খুবই কম। যা কিছু আছে সবই মন্দির ও আখড়া। এ শহরে মন্দিরের সংখ্যা ৮ হাজার। মন্দির দেখতে দেখতে মনে হলো, এ যেন মন্দিরের শহর। গাইডের মুখে শুনলাম, শুধু হিন্দুদের মন্দিরই নয়, আছে জৈন এবং বৌদ্ধদের মন্দিরও। বেশ কিছু মসজিদ থাকলেও দেখে মনে হয়, পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। জৈনদের ২৬ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে পাঁচজন এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম আদিনাথ। বুদ্ধদেব এই অযোধ্যায় ১৫টি গ্রীষ্ম অতিবাহিত করেছিলেন বলে বৌদ্ধদের বিশ্বাস। বাল্মীকি মুনি অযোধ্যাকাণ্ডে যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন তার টুকরো টুকরো ছবি রয়েছে এই অযোধ্যায়। যা আমাদের ঘুরিয়ে দেখানো হলো। এখানে দেখা সবকিছু শেষ হলো না। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম বিশাল বিশাল বাড়ির সামনে, বাড়ির গায়ে লেখা আছে রাম জন্মভূমি। দেখে মনে হলো লোকটি গাইড, গাইড জানালেন, অনেকেই দাবি করেন এখানেই রামের জন্মভূমি। তবে কোন বাড়িতে রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা বলা মুশকিল। তবে রামকোর্টের বিতর্কিত অঞ্চলটি রাম জন্মভূমি বলে পরিচিত। তবেই এখানকার মন্দির বা মসজিদে দেখলাম কয়েকটি করে গম্বুজ। ভেতরে প্রবেশ করতে দু'টি ফটক পার হতে হয়। গাইড আমাদেরকে নিয়ে এলো ওখানে। দেখলাম, দুই ফটকের মাথার উপর লেখা আছে রাম জন্মভূমি। রামকোর্টের কাছে কনক ভবন। বিশাল রাজভবন এটি। মোগল স্থাপত্যের ছাপ রয়েছে এখানে। দ্বিতল সাদা রংয়ের এ বাড়ির দেয়ালে লেখা দেখলাম শ্রী কনক ভবন অযোধ্যাজী। অন্যদিকে সুচিত্রা ভবন দেখতে গিয়ে বেশ ভালই লাগলো। বাবরি মসজিদের ডানদিকেই এই সুমিত্রা ভবন। স্টেশন থেকে মাত্র ২ কি.মি. দূরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। ওখানে দেখলাম, একটি প্রাচীন মন্দির। কথিত আছে, মহারাজ কুশ এই মন্দির তৈরি করেছিলেন।মন্দিরের ভেতরে আমি ঢুকতে চাইলে একজন সন্ন্যাসী বাধা দিলেন। বললেন, ওখানে কয়েকশ' বিষধর সাপ বাস করে। ওদের কাজ সাধারণ মানুষ দেখা মাত্রই তাদেরকে দংশন করা। যতোই হরিবোল বলে জপ করিস না কেন, কাজ হবে না। ওখানে ঢুকলে সাপের দংশনেই তোমার মরতে হবে।এই কথাগুলো শুনে আমার মনের ভিতরে ভয়ে কেঁপে উঠলো আমি আর ভিতরে প্রবেশ করলাম না। এখান থেকে বেরিয়ে এবার মিনিবাসে করে পৌছালাম মনি পর্বত । এই পর্বত নিয়ে নানা বিশ্বাস। লক্ষ্মণ আহত হলে হনুমান হিমালয়ে গিয়ে সঞ্জীবনী ওষুধ খুঁজে না পেয়ে পাহাড়টিকে মাথায় করে নিয়ে আসেন। অযোধ্যার উপর দিয়ে যাবার সময় তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন এই পাহাড়ে। এখানে পাথর দিয়েই তৈরি হয়েছিল রামকোর্টের মন্দির।রামেরা চার ভাই সকাল বেলা প্রতিদিন দাঁতন করতে যেতেন একটি পুকুরে, সেই স্থানটি এখন দাঁতন ক্ষেত্র নামে পরিচিত। ওখানে দেখলাম, পুকুরের চারপাশে চারটি থামের ওপর চার ভাইয়ের নাম লেখা। আছে সীতার রান্নাঘর। আমরা এসব দেখে দেখে তো রীতিমতো থ খেয়ে গেলাম। তুলসী স্মারক ভবনটি দেখে জানলাম, তুলসী দাস অযোধ্যার এই ভবনে বসেই রচনা করেছিলেন তার অমর সৃষ্টি।তুলসী স্মারক ভবনকে তুলসী চৌরাও বলা হয়। রামচরিত মানসের সৃষ্টিকারী তুলসী দাস স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে বানারস চলে আসেন। সেখান থেকে এলেন এই অযোধ্যায়। তুলসী স্মারক ভবনে এখন বসেছে মন্দির। আমি এখানকার গাইডকে একটি টিলা ঘুরে আসার কথা বলতেই গাইড বাধা দিলেন। জানালেন, টিলার পরেই একটি বট গাছ আছে তার পাশেই শ্মশান ঘাট। দিনে দুপুরেও ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয়। ওখানে নাকি আগুন জ্বলে আর নেভে। ওখানে নাকি ভূত-পেত্নি থাকে। তাই আমাদের আর যাওয়া হলো না দূরের বটগাছ আর টিলার কাছে।নতুন স্থান পরিবেশ পরিচিতি আমার সব অচেনা, সব কথার ভিতরে আমাকে যেন কিরকম স্তব্ধতার মতন থেমে যেতে হচ্ছিল।এদিকে দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল নেমে এসেছে। গাড়ি থেকে রামলীলা ময়দানটি খুবই সুন্দর সাজানো গোছানো মনে হলো। এর পাশেই সরযু নদী। তুলসী উদ্যান, নয়াঘাট, গুরুদ্বার, ব্রহ্মকুণ্ড, অমাব্য, মন্দিরও দেখানো হলো আমাদেরকে। এখানকার সরযু নদী গঙ্গার মতোই পবিত্র। ঘাট বাঁধানো। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ পূণ্য করার জন্য আসেন এখানে। এখানকার রামঘাটে রামচন্দ্রকে সৎকার করা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

আর্জেন্টিনার রাস্তায় প্রেমিকার সঙ্গে যেভাবে ক্যামেরায় ধরা পড়লেন হৃত্বিক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কখনও বিমানবন্দরের সামনে, কখনও রেস্তরাঁয়, কখনও আবার কোনও ফিল্মি পার্টিতে হাতে হাত রেখে মাঝে মাঝেই আলোকচিত্রীদের ফ্রেমবন্দি হন তারা। এই মুহূর্তে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে বলিউড অভিনেতা হৃত্বিক রোশন এবং সাবা আজাদ। একে অপরের প্রেমে মজে আছেন তারা, যা আরও স্পষ্ট হল তাদের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে।

কিছু দিন আগে পর্যন্ত নিজেদের সম্পর্ক আড়ালেই রাখার চেষ্টা করতেন তারা। তবে এখন আর তেমনটা নয়। নেই কোনও রাখঢাক। সম্প্রতি বিদেশে ছুটি কাটাচ্ছেন তারা। বিদেশে যুগলের ছুটি কাটানোর বিভিন্ন মুহূর্ত মাঝে মাঝেই ফ্রেমবন্দি হয়। আর্জেন্টিনার রাস্তায় একে অপরের হাত ধরে হাঁটছেন, কখনও আবার কফি খেতে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে নিজেদের একটি নিজস্বী পোস্ট করেছেন হৃত্বিক। যেখানে দেখা যাচ্ছে 'সল্ট অ্যান্ড পেপার' লুকে নায়ক। মাথায় টুপি। পরনে লম্বা কোট। পাশে বসে সাবা। খোলা লম্বা কোকঁড়ানো চুল। সঙ্গে মানানসই কালো বড় সোয়েটার। দু'জনে হাসিমুখে ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছেন। এমনই একটি ছবি পোস্ট করে হৃত্বিক লেখেন, "উইন্টার গার্ল"।

গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম হৃত্বিক এবং সাবাকে একসঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা যায়। তার পর থেকেই তুঙ্গে তাদের প্রেম নিয়ে চর্চা। রোশন পরিবারের সঙ্গে ইতোমধ্যেই সময়ও কাটিয়েছেন সাবা। জানা গেছে, খুব শিগগিরই নাকি সাবার সঙ্গে সাত পাক ঘুরতে চলেছেন হৃত্বিক। ২০০০ সালে সুজান খানের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন হৃত্বিক রোশন। দুই ছেলে হৃহান ও হৃদানের মা-বাবা তারা। ২০১৪ সালে সুজানের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয় হৃত্বিকের। বিচ্ছেদের পরেও সুসম্পর্ক রেখেছেন দু'জন। একে অপরের বর্তমান প্রেম জীবন নিয়েও যথেষ্ট উৎসাহী হৃত্বিক ও সুজান। বর্তমানে আর্সনাল গনির সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন সুজান। আর গত বছর থেকে সাবার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান হৃত্বিক।

রেগে বেরিয়ে গেলেন নুসরাত, চ্যালেঞ্জ নিয়ে যেতে বললেন আদালতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনয়ের গণ্ডি পেরিয়ে নেমেছেন তৃণমূলের রাজনীতিতেও। ফলে বিতর্ক, সমালোচনা হরহামেশাই তাকে ঘিরে থাকে। এবারের বিতর্কটা খানিকটা গুরুতর।

২৪ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে টালিউড অভিনেত্রী ও তৃণমূল সাংসদ নুসরাত জাহানের বিরুদ্ধে। সেই টাকায় নাকি বাড়ি কিনেছেন তিনি। এ নিয়ে ইডির কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ভুক্তভোগীরা। আপাতত তা বিচারাধীন বিষয়।

এই ইস্যুতে বুধবার সংবাদ সম্মেলন করেন নুসরাত। যদিও তার দেওয়া জবাব খুব একটা মনে ধরেনি বেশিরভাগ মানুষেরই।

সংবাদ সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি হননি অভিনেত্রী। বরং একটু রেগেই বেরিয়ে যান। নানা মহল থেকেই তাই প্রশ্ন উঠছে নুসরাতকে নিয়ে।

এই ইস্যুতে নুসরাতকে কটাক্ষ করার সুযোগ ছাড়লেন না টালিউডের প্রযোজক রানা সরকার। ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছেন তিনি। যদিও তাতে নাম নেননি নুসরাতের। তবে কারও বুঝতে সমস্যা হয়নি কাকে নিয়ে এই পোস্ট। রানা লিখেছেন, 'ভাবছি আমিও আমার কোম্পানি থেকে লোন নেব, পরে আবার ফিরিয়ে দেব। আর্টিস্ট টেকনিশিয়ানদের টাকা মেরে হয়তো আমার কোম্পানিতে অনেক চুরির টাকা রাখা আছে। কোম্পানিকে লোনের টাকা ফেরত দিয়ে দিলেই আর্টিস্ট টেকনিশিয়ানদের মেরে দেওয়া টাকা আর দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে না। সব শোধবোধ হয়ে যাবে।'

রানার প্রশ্ন, যদি আমার কোম্পানি কারো টাকা মেরে না থাকে তাহলে আমাকে লোন কিভাবে দিতে পারবে?'

সোমবার নুসরাত বলেন, যে কোম্পানির নামে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, সেই কোম্পানি তিনি ছেড়ে দেন ২০১৭ সালের মার্চ মাসে। সঙ্গে চুরির টাকায় বাড়ি কেনার অভিযোগে জানান, এই কোম্পানি থেকে ১ কোটি ১৬ লাখ ৩০ হাজার ২৮৫ টাকা লোন নিয়েছিলেন। ২০১৭ সালের মে মাসে সুদসমেত ১ কোটি ৪০ লাখ ৭২ হাজার ৯৯৫ টাকা ফিরিয়েও দেন। যার প্রমাণ হিসেবে নথি, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট সবই আছে। কিন্তু তিনি এভাবে তা দেখাতে রাজি নন। কারও দেখতে হলে, সে যেন আদালতে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করে।

রবীন্দ্রনাথের বেশে অনুপম, বিতর্ক নিয়ে ফের মুখ খুললেন স্বস্তিকা

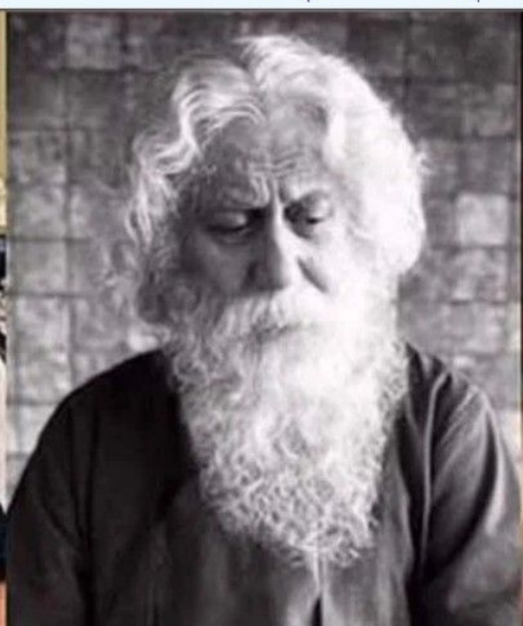

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশে হাজির হয়েছেন বলিউড অভিনেতা অনুপম খের। সাদা চুল, সাদা লম্বা দাড়ি, কালো আলখাল্লা পরে রবি ঠাকুরের বেশে তার ছবি সামনে আসতেই, অনেকে চমকে উঠেছেন। তাকে এই বেশে দেখে নেটিজেনরা অবাক।

কিন্তু টালিউড অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় রবি ঠাকুরের বেশে অনুপম খেরকে মোটেও মেনে নিতে পারেননি। আর তাই এই টালি নায়িকা প্রকাশ্যে এ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

তবে বাঙালি অভিনেত্রীকে পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন বলিউডের প্রবীণ অভিনেতাও। 'বিস্ময়' প্রকাশ করে অনুপম বলেছেন, 'কে তিনি? উনি কি রবীন্দ্রনাথের মুখপাত্র নাকি?'

এবার সেই ঘটনা নিয়ে ফের মুখ খুললেন স্বস্তিকা।

বর্তমানে 'নিখোঁজ' ওয়েব সিরিজের প্রচারে ব্যস্ত নায়িকা। তার মাঝেই অনুপম খেরের সঙ্গে ভার্চুয়াল বাক-বিতণ্ডা নিয়ে কথা বললেন অভিনেত্রী। সত্যি কি বলিউড অভিনেতাকে কটাক্ষ করেই টুইট করেছিলেন তিনি?

এ প্রসঙ্গে স্বস্তিকার জবাব, দেখুন আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম, প্রোপাগান্ডা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দূরে রাখুন। যে কোনো সিনেমা, বই কিংবা সেমিনার, যাই হোক না কেন রবি ঠাকুরের নামে প্রচার করা বন্ধ হোক। আমি পরে সেই টুইট-বিতর্ক নিয়ে ধোঁয়াশা পরিষ্কারও করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ হয়ে ওঠেনি।

এরপরই স্বস্তিকার সংযোজন, ওই টুইটে যা লিখেছি তা হয়তো ভুল। আমার লেখা উচিত ছিল, রবি ঠাকুরকে নিয়ে প্রোপাগান্ডা করবেন না। বিষয়টা গিয়ে এরকম দাঁড়ালো যে আমি বোধহয় অনুপম খেরের বিরুদ্ধে কথা বলছি। তবে অভিনেতা হিসেবে আমার তাকে দারুণ লাগে। যখন থেকে সিনেমা দেখি, সেই তখন থেকে অনুপম খেরের কাজ দেখে যাচ্ছি। তার অনেক ছবি আমার খুব প্রিয়। বারবার দেখেছি। উনি রবি ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয় করছেন, সেটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে একজন বাঙালি হিসেবে বলতে চেয়েছি, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনোরকম প্রোপাগান্ডায় তিনি যেন না জড়ান। আমার নিজের শৈশবই রবি ঠাকুরকে ঘিরে। বাঙালিরা এই বিষয়ে খুব স্পর্শকাতর। তার (রবিন্দ্রনাথ) ব্যক্তিত্ব, মহান পরিসর তো একটা ১০ পর্বের সিরিজের তুলে ধরা সম্ভব নয়! কতটাই বা আপনি দেখাবেন? এরপর থেকে শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি আরেকটু সচেতন হব।

সেই বিতর্কিত টুইট নিয়ে মুখ খুললেন গোবিন্দ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিতর্কিত টুইট করে বিপাকে পড়লেন অভিনেতা গোবিন্দ। সম্প্রতি, উত্তর ভারতের একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রাকে ঘিরে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। এমতাবস্থায় নিজের টুইটার অ্যাকাউনেট ধর্মীয় সহিংসতাকে কেন্দ্র করে তার একটি টুইট অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে জনতার বিক্ষোভের ছবি দেখা গেছে (ওই ছবি এবং টুইটের সত্যতা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি)। টুইটের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রোলিংয়ের শিকার হন অভিনেতা। অনুরাগীদের মধ্যে অনেকেই দাবি করেন, অভিনেতার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বুধবার পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি গোবিন্দ।

কিন্তু বৃহস্পতিবার অভিনেতা মুখলেন বিতর্কিত সেই টুইট নিয়ে। অভিনেতা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন, তার টুইটার অ্যাকাউন্টটি হ্যাক করা হয়েছে। সে কারণেই এই বিপত্তি ঘটেছে। ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে ক্যাপশনে গোবিন্দ লেখেন, "একটু আগে খবরটা পেলাম। আমার টুইটার অ্যাকাউন্টটি হ্যাক হয়েছে। তাই হরিয়ানার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনও টুইটে আমার নাম জড়াবেন না।"

ভিডিওতে তিনি বলেন,"এই টুইটের সঙ্গে আমার নাম জড়াবেন না। কারণ টুইটটা আমি পোস্ট করিনি। পুলিশের সাইবার সেলে আমি অভিযোগ করেছি। দেখছি কী করা যায়।"

আপাতত বিতর্ক থেকে দূরে থাকতে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন গোবিন্দ। অনুরাগীদের জন্য তার বার্তা, "আপনারা জানেন আমি এ রকম কোনও পোস্ট করিনি। আমার টিমের সদস্যরাও এ রকম কিছু করেনি বলে জানিয়েছে। তাছাড়া আমি তো দীর্ঘ দিন টুইটার ব্যবহার করি না।"

তা হলে এ রকম কাণ্ড ঘটল কেন? ওই ভিডিওতে এরও জবাব দিয়েছেন 'হিরো নাম্বার ওয়ান'। তার অনুমান, "সামনে নির্বাচন আসছে। আমার মনে হয় কেউ হয়তো ভেবেছেন আমি কোনও দলের হয়ে নির্বাচনে লড়ব। তাই হয়তো এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন।"

ইংরেজি শিখছেন মেসি?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন: স্পেন কিংবা ফ্রান্সে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজির খুব একটা দরকার হয়নি লিওনেল মেসির। তবে এখন আমেরিকান মুল্লুকে গিয়ে ভাষা নিয়ে কিছুটা বিপাকেই পড়তে হচ্ছে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে। নতুন ক্লাবে গিয়ে আর তাই ইংরেজি শিখছেন মেসি। একটু আধটু বলার চেষ্টাও করছেন। ইন্টার মায়ামিতে সতীর্থ রব টেলরের কাছ থেকে ইংরেজি শিখছেন মেসি।

স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রব টেলর বলেন, 'আমি স্প্যানিশ শিখছি আর ও (মেসি) ইংরেজি শিখছে। যদিও ইংরেজিতে এখনও ততটা অভ্যস্ত হননি মেসি। কিন্তু মাঠে নেমে বোঝাপড়ায় কোনো সমস্যা হচ্ছে না। ফুটবলের ভাষা সবাই বোঝে। আর তার মাধ্যমে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। একই ভাষায় কথা বলার দরকার পড়ে না সবসময়ে। একসঙ্গে ভালো খেলে গেলেই হয়। মেসি আমাকে ইংরেজিতে দু-চারটে কথা বলেছে। আমার মনে হয় ও ভালোই ইংরেজি বলতে পারবে। আগামী দিনে মেসিকে ইংরেজিতে সাক্ষাৎকার দিতে দেখলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।'

মেসিকে নিয়ে মুগ্ধতার কথাও জানালেন ফিনল্যান্ডের এই তরুণ ফুটবলার। রব টেলর বলেন, সারাজীবন আমি তাকে বড় বড় ক্লাবে খেলতে দেখেছি। আর এখন তার সঙ্গে একই ক্লাবের হয়ে খেলছি। এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অনুশীলন কিংবা মাঠের খেলায় তার থেকে প্রতিদিনই শিখছি।

আঘাত করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না: মার্সেলো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন: রিয়াল মাদ্রিদ থেকে অলিম্পিয়াকোস ঘুরে এ বছরই নিজেদের দেশের ক্লাব ফ্লুমিনেন্সে যোগ দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলার মার্সেলো। আর নিজ দেশে ফ্লুমিনেন্সের হয়ে কোপা লিবার্তোদেরেসের ম্যাচ খেলতে নেমেই এলো বিপত্তি। তার পায়ের চাপে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেলো আর্জেন্টিনোস জুনিয়রের ২৯ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন ফুটবলার লুসিয়ানো সানচেজের পা।

মঙ্গলবার ম্যাচের ৫৬তম মিনিটে ঘটে ঘটনাটি। বুয়েন্স আয়ার্সে মার্সেলো বল নিয়ে এগোচ্ছিলেন। সে সময় তাকে আটকানোর জন্য সামনে থেকে এগিয়ে আসেন সানচেজ। সে সময় মার্সেলোর পা উঠে যায় সানচেজের পায়ের ওপর। হাঁটু থেকে ঘুরে যায় পা। তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার সুস্থ হতে এক বছর সময় লাগবে।

ম্যাচ শেষে মার্সেলো বলেন, 'মাঠে আমার সময়টা খুব খারাপ ছিল। একজন ফুটবলারকে আঘাত করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না আমার। আশা করব সানচেজ দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।' ব্রাজিলের ক্লাব এবং ফুটবলারদের ব্যবহারে খুশি আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সও। সেই ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'আমরা প্রতিপক্ষ, শত্রু নই।' ফ্লুমিনেন্সের কোচ ফার্নান্দো বলেন, 'মার্সেলো ইচ্ছাকৃতভাবে মারেনি। অনিচ্ছাকৃত একটি ঘটনা।'

পাঁচ মাস পর মাঠে ফিরেই
জোড়া গোল করলেন নেইমার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাক মৌসুমের প্রীতি ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান আসাইদ স্টেডিয়ামে স্থানীয় ক্লাব জেওনবাকেকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে পিএসজি। প্রায় পাঁচ মাস পর মাঠে ফিরেই জোড়া গোল করেছন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার। দাপট দেখিয়ে খেলা এই ম্যাচের প্রথমার্ধে ৪০ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন নেইমার। ৮৩ মিনিটে করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। ৮৮ মিনিটে ৩-০ করেন মার্কো আসেনসিও।

বড় স্বপ্ন নিয়ে ২০১৭ সালে নেইমারকে দলে ভিড়িয়েছিল পিএসজি। পারফরম্যান্স খারাপ ছিল না। কিন্তু একের পর এক চোট তাকে দলে অনিয়মিত করে দেয়।

গত মৌসুমের বেশিরভাগ সময়ই চোটের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে নেইমারকে। প্রাক মৌসুমের শুরুর ম্যাচগুলোতেও খেলতে পারেননি। অবশেষে মাঠে ফিরলেন।

আগামী ১৩ আগস্ট থেকে শুরু হবে লিগ ওয়ানের নতুন মৌসুম। আশা করা যাচ্ছে, প্রথম ম্যাচ থেকেই পিএসজির জার্সিতে মাঠে দেখা যাবে নেইমারকে।

ডমিঙ্গোর কোচিং
প্যানেলে আমলা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটের সব ফরম্যাটেই আদর্শ এক ব্যাটার হাশিম আমলা। বেশ কদিন আগেই ব্যাট আর গ্লাভসকে বিদায় জানিয়েছেন তিনি। এবার এই দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটারকে দেখা যাবে নতুন ভূমিকায়। নিজ দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের দল লায়ন্সের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন আমলা। তিন বছরের চুক্তিতে দলটির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন তিনি। কোচিং প্যানেলে আমলা সঙ্গে পাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশের সাবেক কোচ রাসেল ডোমিঙ্গোকে। আমলার মতো ডোমিঙ্গো নিজেও এই দলে নতুন সংযোজন। লায়ন্সে আমলা এসেছেন তারই সাবেক সতীর্থ জেপি ডুমিনির স্থলাভিষিক্ত হয়ে। মিডল অর্ডার ব্যাটার ডুমিনি জাতীয় দলের সাদা বলের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ডমিঙ্গো দায়িত্ব নিয়েছেন ওয়ান্ডিলে গুয়াভুর জায়গায়। তিনিও সাউথ আফ্রিকার সাদা বলের দলের সাথে যুক্ত এখন। ফিল্ডিং কোচের দায়িত্বে দেখা যাবে তাকে।

আমলা এর আগে সাউথ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট এসএ টোয়েন্টির দল এমআই ক্যাপ টাউনের ব্যাটিং পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সঙ্গে এমজান্সি সুপার লিগে ক্যাপ টাউন ব্লিটজের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি।

মেসিকে টপকে রোনালদো
কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়লেন মার্সেলো!

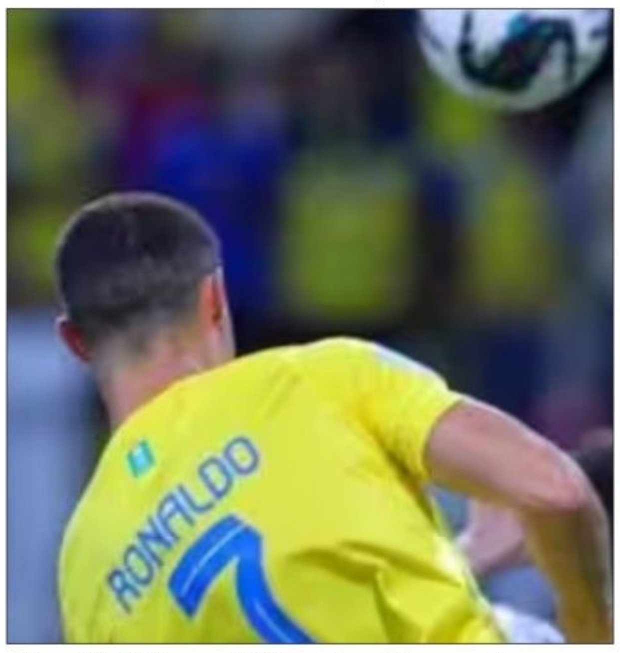

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে টপকে শীর্ষে উঠেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস অঙ্গরাজ্যের র‍্যাংকার নামক একটি প্রতিষ্ঠান বিশ্বের সেরা ক্রীড়াবিদদের নিয়ে অনলাইনে একটি জরিপ করে। সেই জরিপে সেরা ১৫ জন তারকার নাম উঠে আসে। খবর খেল নাওয়ের।

তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে শীর্ষস্থান দখল করে নেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। দ্বিতীয় পজিশনে আছেন আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি। তৃতীয় পজিশনে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের তারকা বাস্কেটবল তাকরা মিসেল জর্ডান।

এরপর চারে জ্যামাইকান গতির তারকা উসাইন বোল্ট, পাঁচে যুক্তরাষ্ট্রের বাস্কেটবল তারকা লেবরন জেমস, ছয়ে সুইজারল্যান্ডের টেনিস তারকা রজার ফেদেরার, সাতে ব্রাজিলের ফুটবল তারকা নেইমার, আটে যুক্তরাষ্ট্রের বাস্কেট বল তারকা স্টেফ কারি, নয়ে আমেরিকান ফুটবল প্লেয়ার টম ব্র্যাডি এবং সর্বশেষ ১০-এ আছেন আয়ারল্যান্ডের মার্শাল আর্টস প্লেয়ার কনর ম্যাকগ্রেগর।

এছাড়া, ১১তম যুক্তরাষ্ট্রের রেসলার জন সিনা, ১২তম যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস তারকা সেরেনা উইলিয়ামস, ১৩তম গলফার টাইগার উডস, ১৪তম স্প্যানিশ টেনিস তারকা রাফায়েল নাদাল এবং ১৫তম হন সার্বীয় টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ।

মঈন আলীকে ফেরাতে
পারছেন না ম্যাককালামও

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কোনোভাবেই আর সাদা পোশাকে দেখা যাবে না ইংলিশ অলরাউন্ডার মঈন আলিকে। এবারের অ্যাশেজ শেষেই মইন আলি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন- টেস্ট ক্রিকেটে আর ফেরার ইচ্ছে নেই তার। এমনি তার অধিনায়ক বেন স্টোকস আবার বার্তা পাঠালে তিনি সেটি মুছে ফেলবেন। তবে স্টোকস নতুন করে না বললেও মইনকে থেকে যাওয়ার অনুরোধ ঠিকই করেছিলেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। তাতে লাভ অবশ্য হয়নি। ইংল্যান্ড কোচকেও নিজের মনোভাব স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন মঈন। টেস্ট ক্রিকেটকে মঈন বিদায় বলেছিলেন ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে। তবে এবারের অ্যাশেজের আগে ইংল্যান্ডের মূল স্পিনার জ্যাক লিচ চোটে পড়ার পর বদলে যায় প্রেক্ষাপট। অধিনায়ক স্টোকসের কাছ থেকে একটি বার্তা পান মইন,ওঅ্যাশেজহ শুরুতে সেটিকে কৌতুক ধরে নিলেও পরে সেই বার্তার পথ ধরেই আবার টেস্ট ক্রিকেটে ফেরেন মইন। খুব অসাধারণ কিছু না করলেও ব্যাটে-বলে নিজের কার্যকারিতা দেখিয়ে দেন তিনি এই অ্যাশেজেও। ২-০তে পিছিয়ে পড়া থেকে ইংল্যান্ডের শেষ পর্যন্ত সিরিজ ড্র করতে পারায় তার ছিল উল্লেখযোগ্য অবদান। ইংল্যান্ডের পরের লড়াই ভারতে, যেখানে মঈনের কার্যকারিতা হতে পারে আরও বেশি। তার মতো একজন স্পিনিং অলরাউন্ডারকে যেখানে আরও বেশি মনে পড়তে পারে দলের। সেটি মাথায় রেখেই হয়তো মঈনের ভাবনা জানতে চেয়েছিলেন ম্যাককালাম। অ্যাশেজের শেষ টেস্টের দ্বিতীয় দিনে যখন চোট নিয়ে মাঠের বাইরে ছিলেন মঈন, তখন তার কাছে ভারত সফর নিয়ে জানতে চান কোচ। তবে অ্যাশেজে ফেরার আগেই কোচ ও অধিনায়ককে এই অলরাউন্ডার বলেছিলেন, ফিরবেন শুধু একটি সিরিজের জন্য। কোচকে তিনি সেটিই মনে করিয়ে দেন। মঈন বলেন, তারা (কোচ-অধিনায়ক) শুরু থেকেই জানত (একটি সিরিজেই শেষ)। দ্বিতীয় দিনে (ওভাল টেস্টের) যখন আমি বাইরে ছিলাম, বাজ (ম্যাককালাম) তখন আমাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করেছিল। আমি বলেছি 'না', ভারতে যাব না। আমার শেষ এখানেই। এভাবে শেষ করতে পারা এবং এমনকি একটি অসাধারণ দিনের অংশ হতে পারা দারুণ। ৬৮ টেস্টে ৫ সেঞ্চুরিতে ৩ হাজার ৯৪ রান ও ৫ বার ইনিংসে ৫ উইকেটসহ মোট ২০৪ উইকেট নিয়ে শেষ হলো মইনের টেস্ট ক্যারিয়ার। ভারতে ইংল্যান্ডের ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু আগামী ২৫ জানুয়ারি। টেস্ট ম্যাচটি হবে হায়দরাবাদ, বিশাখাপাত্নাম, রাজকোট, রাঁচি ও ধর্মশায়ায়।

আর্সেনাল শিবিরে অস্বস্তি!
হাঁটুর চোটে ছিটকে গেলেন জেসুস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নতুন মৌসুম শুরুর আগেই হাঁটুতে গুরুতর চোট পেয়েছেন আর্সেনালের ব্রাজিলিয়ান তারকা গ্যাব্রিয়েল জেসুস। এতে আসন্ন মৌসুমের শুরুর দিকে দেখা যাবে না এ ফুটবলারকে।

মূলত চোট গুরুতর হওয়ায় জেসুসের হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই আগামী কয়েক সপ্তাহের জন্য আর্সেনালের ডেরা থেকে ছিটকে গেছেন ব্রাজিলিয়ান এ ফরোয়ার্ড।

গত বুধবার এমিরেটস কাপে মোনাকোর বিপক্ষে দেখা যায়নি জেসুসকে। ম্যাচটিতে টাইব্রেকারে গিয়ে জয়লাভ করে মিকেল আর্তেতার শিষ্যরা। ম্যাচটি শুরু হওয়ার আগেই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের চোটের বিষয় প্রকাশ করে ক্লাবটি। এদিন ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে আর্তেতা বলেন, 'তার (জেসুস) এবারের চোট আগের চোট ও অস্ত্রোপচারের সঙ্গে সম্পর্কিত। দুর্ভাগ্যবশত আজ সকালে সে হাঁটুতে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে, কিছু সমস্যা ধরা পড়ে। এটা গুরুতর কিছু নয়, তবে মনে হচ্ছে সে কয়েক সপ্তাহের জন্য বাইরে থাকবে।'

প্রসঙ্গত, গত মৌসুমে আর্সেনালের হয়ে ২৬ ম্যাচে ১১ গোল করে জেসুস। তবে আশা জাগিয়েও সেবার শিরোপা জিততে পারেনি ক্লাবটি।

রিয়ালকে পাত্তাই
দিল না জুভেন্টাস!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রাক মৌসুমের ম্যাচে এবার জুভেন্টাসের বিপক্ষে ৩-১ গোলে হেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাম্পিং ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। আগের প্রীতি ম্যাচে বার্সার কাছে ৩-০ গোলে হেরেছিল ব্লাঙ্কোসরা। এদিন ম্যাচের প্রথম মিনিটেই গোল করে জুভেনটাস। ম্যাক্সিমিলিয়ানো আলেগ্রির দলের স্ট্রাইকার ময়েস কিন খেলা এক মিনিট হতেই গোল করেন। এরপর ম্যাচের ২০ মিনিটে লিড ২-০ করে ওল্ড লেডিরা। প্রথমার্ধে ভিনিসিয়াস জুনিয়র এক গোল শোধ করে দলকে ম্যাচে ফেরান। ম্যাচের ৩৮ মিনিটে জালে বল পাঠান এই ব্রাজিলিয়ান তরুণ। দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় লস ব্লাঙ্কোসদের সমতায় ফেরার লড়াই। কিন্তু জুড বেলিংহ্যাম-রদ্রিগোরা সেটা পারেননি। বরং ম্যাচের যোগ করা সময়ে ডুসন ভ্লাহোভিক গোল করে দলকে বড় জয় এনে দেন। রিয়াল মাদ্রিদ অবশ্য শুরুর একাদশে নিয়মিত খেলোয়াড়দের রাখেনি। ভিনির সঙ্গে ফ্রন্ট লাইনে ছিলেন জোসেলু। রক্ষণে ছিলেন লুকাস ভাসকেস, এরিক গার্সিয়া, রুডিগার ও ন্যাচো। দ্বিতীয়ার্ধে রদ্রিগো, ভালভার্দেরা মাঠে নামলেও গোল পায়নি রিয়াল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR